ইডকলের নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচীর অধীনে

২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন উদযাপন ও

১০ লক্ষ উন্নত চুলা স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

IDCOL

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ বৈশাখ ১৪২০
১২ মে ২০১৩

বাণী

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানটির ১০ লক্ষ উন্নত চুলা স্থাপনের উদ্যোগকেও আমি স্বাগত জানাই।

পল্লী অঞ্চলে জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সৌর বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সময় বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য পেশার মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে সোলার হোম সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়া, উন্নত চুলা স্থাপনের ফলে সাশ্রয়ী, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রান্নাবান্নার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমি আশা করি, ইডকল এ জাতীয় কর্মসূচির অধিকতর সম্প্রসারণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি ইডকলের এ সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

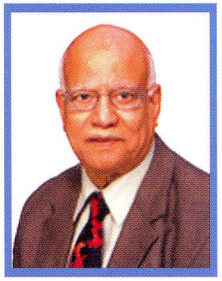

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ বৈশাখ ১৪২০
১২ মে ২০১৩

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) তার নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির অধীনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে এবং দশ লক্ষ উন্নত চুলা স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের ফলে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছেন। আমরা এ কর্মসূচির অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সোলার প্যানেল আমদানী সম্পূর্ণরূপে শুল্ক ও করমুক্ত রেখেছি। উন্নত চুলা স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামের মা-বোনেরা উন্নত পরিবেশে এবং কম খরচে রান্না করতে সক্ষম হবেন। উক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাগুলোকে ইডকলের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ, অনুদান ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করছি।

ইডকলের এসকল কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় গতিসঞ্চার করেছে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আমি ইডকলের এসকল উদ্যোগের অধিকতর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি

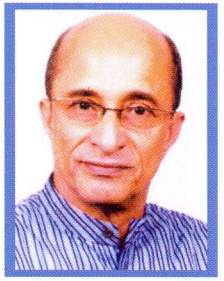

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ বৈশাখ ১৪২০
১২ মে ২০১৩

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) তার নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে। এর ফলে দেশের প্রায় ৭ শতাংশ লোক বিদ্যুৎ-সুবিধার আওতায় এসেছে যা বর্তমান সরকারের এক অভাবনীয় সাফল্য। তাছাড়া, কেরোসিনের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

আমি আরও আনন্দিত যে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ মা-বোনদের জন্য ইডকল উন্নত চুলা স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে; যা তাদের রান্না-বান্নায় ও সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করবে।

নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার এবং জীবাশ্ম জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানি হ্রাস পাবে। ফলশ্রুতিতে এসকল কার্যক্রম আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে যা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। আমি ইডকলের এসকল মহতী উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ বৈশাখ ১৪২০
১২ মে ২০১৩

বাণী

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির অধীনে ২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে এবং ১০ লক্ষ উন্নত চুলা স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

নবায়নযোগ্য শক্তি নীতিমালা, ২০০৮'এ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাঁচ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। তন্মধ্যে, ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচির অধীনে ২০১৫ সালের মধ্যে স্থাপিতব্য ৪০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম হতে প্রায় ১৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে যা হবে তখনকার মোট উৎপাদনের দুই শতাংশ। এর ফলে দেশের প্রায় ১২ শতাংশ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে।

উন্নত চুলা স্থাপন কার্যক্রম দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। তারা ধোঁয়া-কালিমুক্ত পরিবেশে রান্না করতে পারবে এবং এতে জ্বালানি খরচও হবে অনেক কম।

বিদ্যুৎ বিভাগ এসকল পরিবেশবান্ধব কর্মসূচিতে ইডকলকে সর্বদা উৎসাহ যুগিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছে। আমি আশা করি, এসকল কার্যক্রম আরও জোরদার করার মাধ্যমে ইডকল দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানীসমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রেখে যাবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি

Ambassador of Federal Republic of Germany to Bangladesh

May 12, 2013

MESSAGE

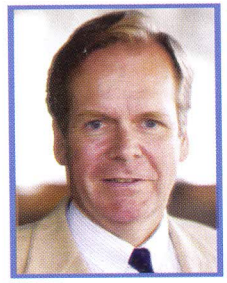

I am delighted to hear about the installation of two million Solar Home Systems and the launch of one million Improved Cook Stoves by IDCOL.

For the past ten years, IDCOL has been active in promoting solar home systems in the remote areas of Bangladesh. More than 10 million people now have the chance to benefit from solar energy. I would like to congratulate IDCOL on this outstanding success.

The planned installation of improved cooking stoves will be a boost to better living conditions in remote areas while contributing to energy efficient development.

Germany has supported IDCOL via the German Development Bank KfW and the German Technical Cooperation Agency GIZ since 2007. The energy sector in Bangladesh, especially in the fields of energy efficiency and renewable energies, is one of Germany's focal areas in its development cooperation with Bangladesh.

I sincerely hope that IDCOL will continue their work with all the commitment they have shown over the past ten years and that even more people will be able to benefit from solar energy as well as from improved cook stoves soon.

Let me congratulate the staff of IDCOL on this exceptional example for supporting sustainable development. May IDCOL continue their commendable work with ever more success in the future.

Dr. Albrecht Conze

MESSAGE

Ambassador of the United States of America
Dhaka, Bangladesh
May 12, 2013

I congratulate the Infrastructure Development Company Limited for the installation of two million of solar home systems and one million improved cook stoves. This is a tremendous achievement for Bangladesh and IDCOL.

IDCOL has played a critical role in promoting the dissemination of solar home systems in remote, rural areas of Bangladesh through its Solar Energy Program. Astonishingly, IDCOL and its partner organizations, particularly Grameen Shakti, accomplished the installation of two million solar home systems in just 10 years! I am delighted that the US Government, through USAID, has played an important role through its support for Grameen Shakti, IDCOL's largest partner organization.

This event highlights the fact that IDCOL's solar initiative is one of the fastest growing renewable energy programs in the world. The productive applications of solar home systems have positively impacted the lives and livelihoods of millions of rural people in Bangladesh who otherwise would have no access to energy. Homes are lit, and cell phones are being recharged. Rural market shops and small businesses can operate into the evening, and students can study into the night.

Congratulations again to IDCOL and its partners, and I wish the people and Government of Bangladesh the very best in their endeavor to be a leader among nations that seek to harness and develop renewable energy sources.

Sincerely,

Dan Mozena

Dan Mozena

Country Director
World Bank Office, Bangladesh
May 12, 2013

MESSAGE

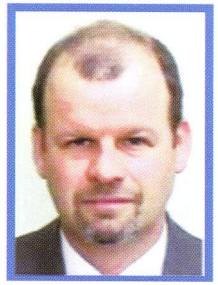

It was only a little over a year ago that Bangladesh celebrated installation of 1 million Solar Home Systems (SHS), a cost-effective and environmentally sustainable solution for extending electricity in remote rural areas. It was anticipated at that time that another 1 million SHS would be installed even faster and with greater efficiency. Today, we are celebrating the achievement of that milestone. This is a tremendous feat made possible by the hard work and dedication of IDCOL and its partner organizations. This renewable energy program of the Government is an excellent example of a successful demand-driven Public-Private Partnership program.

The World Bank-supported Rural Electrification and Renewable Energy Development project began its journey in 2003 to extend grid electricity where it is economically feasible and to provide SHS where grid electricity is difficult and expensive to reach. What started as a 50,000 SHS program to be implemented over five years is now a program that is reaching over 60,000 households every month. Building on the successful implementation model of the SHS program, the World Bank is supporting IDCOL in its efforts to establish renewable energy-based mini-grids that will provide grid quality electricity in off-grid rural markets and business centers. The World Bank is also supporting Government's efforts to replace diesel irrigation pumps with solar pumps, thus helping save foreign exchange for diesel imports, while contributing to reduced carbon emissions.

This celebration also marks the launch of the 1 million improved cook-stove (ICS) program of IDCOL. I am delighted that government has embarked upon this important program that will directly benefit rural women and children, who are directly exposed to indoor air pollution from inefficient stoves. I am sure that, like the SHS program, the ICS program will also emerge as one of the success stories of Bangladesh. The World Bank is happy to provide support to this program and be a partner with IDCOL in this endeavor.
All the best wishes for the continuing success of the SHS program and a successful ICS program in future !

Johannes C.M. Zutt

ADB

MESSAGE

Country Director
Asian Development Bank
Bangladesh Resident Mission
May 12, 2013

I am pleased to congratulate Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) for installing two million solar home systems in Bangladesh. It is indeed a great success, which has made around 100 megawatt clean electricity available to over 10 million people in the off-grid areas. We also commend IDCOL for making the solar home systems affordable to the poor through micro-financing arrangements.

ADB takes pride in supporting the renewable energy sector through the Public Private Infrastructure Development Facility since 2008. However, solar home systems need even wider dissemination for realizing the vision of universal access to electricity by 2020, since grid electrification is difficult and expensive in many areas of Bangladesh because of the dispersed nature of rural settlements and the rivers criss-crossing the country. Bangladesh also needs to promote clean energy more vigorously because the country stands at the forefront of climate change challenges.

As we celebrate the good success, we need to make harder efforts to improve our services, and try to help people, particularly the poor, to get the clean electricity at a more competitive price. For this, Bangladesh needs stronger synergy among key stakeholders, better regulatory framework, and coordinated efforts in planning and implementing initiatives in future. ADB remains committed to help Bangladesh further develop clean energy and accelerate socio-economic development.

M.Teresa Kho

Chief Representative
JICA Bangladesh Office
May 12, 2013

MESSAGE

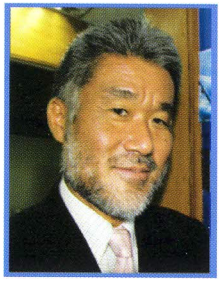

Our heartiest congratulations to IDCOL for successfully installing 2 million SHSs within a decade. JICA is delighted to be a partner of IDCOL for its effective contribution towards the development of Bangladesh through their SHS program. By enlightening 2 million deprived households, the dark despairing hours of nearly one crore people have been electrified with benefit of saving precious time and money for education, business activities and communication to bring in better life and social sustainability. While IDCOL aims for further pacing up to greater achievement of 4 million SHSs by 2015, maintenance of already installed SHSs for sustainable usage becomes a facing challenge. Also, there lies opportunity in deploying other sectors such as irrigation and mini-grid through its solid-established scheme. JICA believes IDCOL will overcome those challenges and opportunities in innovative way as it has done in the past to bring greater achievements for Bangladesh. JICA will be a long standing partner of all positive endeavors.

戸田隆夫

Dr. Takao TODA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MESSAGE

Representative
Islamic Development Bank FROB
May 12, 2013

We are delighted to learn that IDCOL is celebrating the installation of two (2) million Solar Home Systems (SHSs) and through this, illuminated the lives of more than eleven (11) million people if not more in the off-grid areas which are mostly remote and isolated. Access to (green) light has changed the conditions of living by these disadvantaged people. Their working hours is extended beyond the day light. Women have been also increasingly involved in various income generating activities. On the other hand, the children, many of whom actually work during day time have now light to prepare studies at home. Also, it is worth noticing that access to light has improved safety & security, benefitting most the women & children.

The journey of SHS has been now extended beyond lighting to fan, refrigerator, cell phone, TV, computer & internet, agriculture market (information), etc. It helped integration of millions of disadvantaged people into the mainstream. In the coming months and years, it is expected that due attention will be given to innovations to reduce cost and improve energy efficiency and thus, accelerate access to SHS by the majority poor. This will also help eliminate the need for any subsidy.

Islamic Development Bank (IDB), a long-time Development Partner (DP) of Bangladesh will continue providing support, in addition to Power and Energy to further promotion of renewable energy toward achieving sustainable poverty reduction in the country. IDB is also willing to assist establishing reverse linkage by IDCOL to share the experience with other Member Countries (MCs).

May we avail this opportunity to thank the Government of Bangladesh for initiating the SHSs, amongst others and providing the DPs including IDB with an opportunity to co-financing the programme, executed successfully by IDCOL and implemented by the Partner Organizations (POs) under difficult conditions in the remote & isolated off-grid areas of the country.

Mohammad Iqbal Karim

সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও চেয়ারম্যান, ইডকল

২৯ বৈশাখ ১৪২০
১২ মে ২০১৩

বাণী

আজকের দিনটি সরকারি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) এর জন্য একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। ইডকল তার সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে যার ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় এক কোটি অধিবাসী বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। এটি একটি সমন্বিত উদ্যোগ যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের সামর্থ্যের সর্বাত্মক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে তা গ্রামীন অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করেছে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ অসামান্য সাফল্যের জন্য আমি ইডকল ও এর সহযোগী সংগঠনসমূহকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইডকলের বায়োগ্যাস কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২৮,০০০ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে; যার ফলে গ্রামের জনগণ শহরের মতোই গ্যাসের চুলায় রান্না-বান্না করতে পারছেন। তাছাড়া, ইডকল কর্তৃক গৃহীত উন্নত চুলা স্থাপন কর্মসূচির আওতায় গ্রামাঞ্চলে ১০ লক্ষ উন্নত চুলা স্থাপিত হবে; যার ফলে জনসাধারণ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে এবং কম খরচে রান্নার সুবিধা পাবেন।

আশা করি, সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচির মতো বায়োগ্যাস কর্মসূচি, উন্নত চুলা কর্মসূচি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারে গৃহীত ইডকলের অন্যান্য উদ্যোগও সফলতা লাভ করবে এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

আমি ইডকলের এসকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বাণী

নির্বাহী পরিচালক ও
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট
কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল)

২৯ বৈশাখ ১৪২০
১২ মে ২০১৩

ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যুতবিহীন এলাকায় বাস্তবায়নাধীন নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত অগ্রসরমান প্রকল্প হওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইডকল, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠাসমূহ, যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রয়াসের ফলে।

গ্রামের জনসাধারণ যাতে অল্প খরচে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রান্না-বান্না করতে পারে সেজন্য ইডকল উন্নত চুলা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের চুলাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং সেইসাথে ১০ লক্ষ উন্নত চুলা স্থাপনই এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

আমি আশা করি আজকের এই শুভক্ষণে ইডকল ও এর সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ নতুন উদ্যমে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবেন।

মাহমুদ মালিক

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ১৪ মে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৫ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নিবন্ধন লাভ করে। শুরু হতেই এটি বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যেই ইডকল দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়ণযোগ্য শক্তি খাতে অর্থায়নের শীর্ষস্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে।

গঠনতন্ত্র ও মালিকানা: ইডকল অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সম্পূর্ন সরকারি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই ইডকলের মূল লক্ষ্য।

ব্যবস্থাপনা: ইডকল আট সদস্যবিশিষ্ট একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে গঠিত যার মধ্যে রয়েছেন সরকারের চারজন সচিব, বেসরকারি খাতের দু'জন উদ্যোক্তা, একজন আইনজীবী এবং একজন পূর্ণকালীন নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ইডকলের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপঃ

- **মোঃ আবুল কালাম আজাদ**
  সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও
  চেয়ারম্যান, ইডকল
- **মনোয়ার ইসলাম** এনডিসি
  সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ ও
  পরিচালক, ইডকল
- **আব্দুল হক**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হকস্ বে অটোমোবাইলস লি: ও
  পরিচালক, ইডকল
- **ফজলে কবির** এনডিসি
  সচিব, অর্থ বিভাগ ও
  পরিচালক, ইডকল
- **নিহাদ কবির**
  সিনিয়র পার্টনার, সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ
  এন্ড এ্যাসোসিয়েটস ও পরিচালক, ইডকল
- **মাহমুদ মালিক**
  নির্বাহী পরিচালক ও
  প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইডকল
- **মোঃ নজরুল ইসলাম খান**
  সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রানালয় ও
  পরিচালক, ইডকল
- **ওয়ালিউর রহমান ভূইয়াঁ**
  প্রাক্তন সিইও, বাংলাদেশ অক্সিজেন লিঃ ও
  পরিচালক, ইডকল

কার্যক্রম ঃ

ইডকল বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত ও পরিচালিত অবকাঠামো ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইডকল একটি প্রকল্পের মোট খরচের সর্বোচ্চ শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু কোন একক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে এটি ৪০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে, নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইডকল সাধারনত প্রকল্পের সর্বোচ্চ ৮০ ভাগ পর্যন্ত অর্থায়ন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং প্রযুক্তিগতভাবে সফল প্রকল্পেই ইডকল অর্থায়ন করে থাকে।

তহবিল উৎস ঃ

- ☐ ১৭২ কোটি টাকার সমমূলধন
- ☐ ইডকল বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫২ মিলিয়ন ডলার ও ১০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান পেয়েছে। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদানের বিবরণ নিম্নরূপঃ

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	প্রকল্পের ধরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন)
ঋণ সহায়তা :		
বিশ্বব্যাংক	অবকাঠামো উন্নয়ন	ডলার ৮৩
	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ৩৬৩
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক	অবকাঠামো উন্নয়ন	ডলার ৮৭
	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ৭৮
জাপান আর্ন্তজাতিক সহযোগী সংস্থা-JICA	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ১১৬
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ১৮
জার্মান উন্নয়ন সংস্থা-KfW	বায়োগ্যাস কর্মসূচি	ইউরো ৫
সর্বমোট ঋণের পরিমাণ		**৭৪৫ মিলিয়ন ডলার ও ৫ মিলিয়ন ইউরো**
অনুদান সহায়তা :		
বাংলাদেশ সরকার*ঃ IDA- ২৮ মিলিয়ন ডলার JICA- ৪ মিলিয়ন ডলার	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ৩২
জার্মান উন্নয়ন সংস্থা-KfW	সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক প্রকল্প/কর্মসূচি	ইউরো ১৬.৫
	বায়োগ্যাস কর্মসূচি	ইউরো ৩.৪
জার্মান কারিগরি উন্নয়ন সংস্থা-GIZ	সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক কর্মসূচি	ইউরো ১০
SNV নেদারল্যাণ্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন	বায়োগ্যাস কর্মসূচি	ইউরো ৪.৭

*উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত। বাংলাদেশ সরকার তা ইডকলকে অনুদান হিসেনে প্রদান করেছে।

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ৭
গ্লোবাল পার্টনারশীপ অন আউটপুট বেইজড এইড (GPOBA)	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ১৫
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ১.৩
জাপান সরকার	নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি	ডলার ২
সর্বমোট অনুদানের পরিমাণ		**৩৪.৬ মিলিয়ন ইউরো ও ৫৭ মিলিয়ন ডলার**

বিনিয়োগ:

বিভিন্ন প্রকল্পে ইডকল এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,১৬৬ কোটি (অবকাঠামো ১,৬২৬ এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ২,৫৪০) টাকা বিনিয়োগ করেছে। ইডকলের বিনিয়োগ খাতসমূহকে মূলতঃ দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়- অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি।

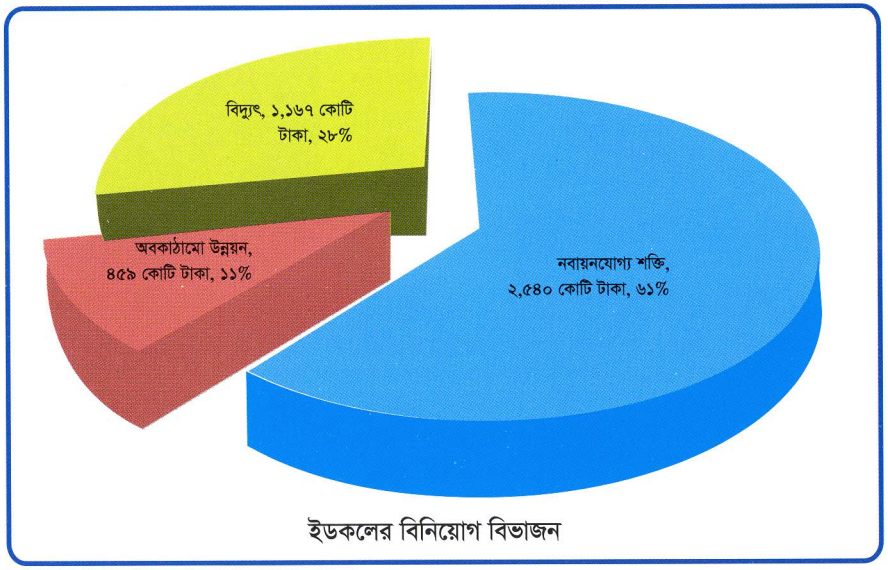

ইডকলের বিনিয়োগ বিভাজন

(ক) অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন

অবকাঠামো খাতের মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও টেলিযোগাযোগ খাতেই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য খাতসমূহের মধ্যে ইডকলের বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাতসমূহ হল ঃ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- যোগাযোগ ব্যবস্থা;
- টেলিযোগাযোগ;
- তথ্য প্রযুক্তি;
- বন্দর;
- পানি সরবরাহ;
- নগর পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প;
- টোল সড়ক/সেতু;
- গ্যাস ও গ্যাস সংক্রান্ত অবকাঠামো;
- হোটেল ও পর্যটন;
- জাহাজ নির্মান শিল্প;
- সামাজিক অবকাঠামো প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

ইডকল এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ প্রকল্প অর্থায়ন করেছে যেগুলোর মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় এক হাজার একশ মেগাওয়াট। এর মধ্যে বেসরকারী খাতে সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পে ৮০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয় যা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ যাবৎ কালের সর্ববৃহৎ একক বিনিয়োগ। এছাড়া ৩ টি বৃহৎ টেলিকম কোম্পানীর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারন প্রকল্প (গ্রামীনফোন, বাংলালিংক ও সিটিসেল), ২ টি স্থলবন্দর, পিএসটিএন প্রকল্প, স্যাটেলাইট আর্থস্টেশন, ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক, ওয়াইম্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ), কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধন প্রকল্প, সিএনজি রিফুয়েলিং ষ্টেশন, ত্রি-মাত্রিক এনিমেশন প্রকল্প ইত্যাদি অর্থায়ন করেছে।

ইডকল কয়েকটি প্রকল্পে ঋণ আয়োজক (arranger) এর ভুমিকা পালন করেছে এবং কিছু প্রকল্পে ফ্যাসিলিটি এজেন্ট ও সিকিউরিটি ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করছে।

এসকল প্রকল্পে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৬২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের পরিমান ১২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । বিনিয়োগের বিপরীতে ঋণের আদায় হার ৯৮%।

ইডকলের অর্থায়িত মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প

(খ) নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়ন

পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের নূন্যতম চাহিদা পূরণকল্পে এবং ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইডকল ২০০৩ সালে নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০০৬ সালে ইডকল গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচি নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে। উল্লেখিত প্রকল্প সমূহের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম ও ২৮ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্রকল্পের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইডকল সম্প্রতি উন্নত চুলা স্থাপন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যার আওতায় ২০১৬ সালের মধ্যে সারা বাংলাদেশে ১০ লক্ষ উন্নত চুলা স্থাপন করা হবে। এছাড়াও অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৬ সালের মধ্যে ১,৫৫০ টি সৌরচালিত সেচ পাম্প, ৫০ টি সোলার মিনিগ্রীড প্রকল্প, ৪৫০ টি বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ৩০ টি বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

ইডকল বর্তমানে নিম্নোক্ত নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি / প্রকল্প অর্থায়ন করছে:

১. সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি
২. বায়োগ্যাস কর্মসূচি
৩. অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পসমূহ
   - ক) সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক মিনিগ্রীড
   - খ) সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সেচ পাম্প
   - গ) সোলার ড্রায়ার
   - ঘ) সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক হিমাগার
   - ঙ) বায়োমাস (ধানের তুষ) ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প
   - চ) বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

সন্দীপে PGEL এর ১০০ কিলোয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার মিনিগ্রীড প্রকল্প

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান না হওয়া সত্ত্বেও বেসরকারী খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ইডকল ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত 'Project Finance' বিষয়ে সর্বমোট সতেরটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এছাড়া 'Financial Modeling' বিষয়ে আরো এগারোটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত কোর্সসমূহে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় ১,০০০ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ইডকল ও ADFIMI আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-২০১২

আর্থিক অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইডকল একটি আর্থিকভাবে লাভবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এটি নিয়মিত সরকারকে মুনাফা হতে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি সরকারকে ১২ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে।

ইডকল ১৯৯৭ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মুলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যা বর্তমানে ১৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। গত অর্থবছর পর্যন্ত এর সম্পদের মোট পরিমাণ ২,৪৪৩ কোটি টাকা। ইডকলের সার্বিক ঋণ আদায়ের হার ৯৫.৭%।

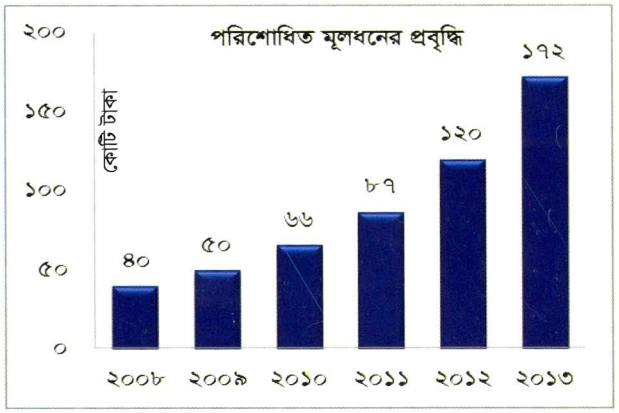

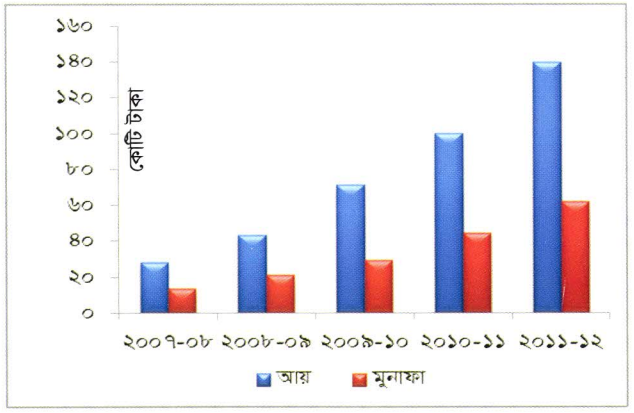

ইডকলের বিশেষত্ব

অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইডকল অনন্য, কারণ এটিঃ

- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় ঋণ ও সমমূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করে
- সিনিয়র ও সাবোর্ডিনেটেড ঋণ সহায়তা প্রদান করে
- প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সুদের হার, ঋণের মেয়াদ ও গ্রেস পিরিয়ড সমন্বয় করে থাকে
- মার্কিন ডলার ও টাকা উভয় মুদ্রায় ঋণ প্রদান করে থাকে
- অর্থায়নের কাঠামো সম্পর্কে ঋণগ্রহীতা ও অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে, এবং
- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষতঃ নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পের সম্প্রসারণে ইডকল ঋণ ও অনুদান প্রদান করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি

ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দ্রুত অগ্রসরমান নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির একটি। পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণকল্পে এবং ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইডকল ২০০৩ সালে এ কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার বিদ্যুত বিহীন এলাকায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২০ লক্ষাধিক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সিস্টেমের মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১০০ মেগাওয়াট। এ কর্মসূচির ফলে পল্লী অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি লোক বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ।

ইডকল সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচির অধীনে ২০১৫ সালের মধ্যে ৪০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। এর ফলে আগামী ৩ বছরে আরও ২০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপিত হবে যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে প্রায় ৭০ মেগাওয়াট। এর ফলে পল্লী অঞ্চলের আরও প্রায় ১ কোটি অধিবাসী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে।

ইডকলের অর্থায়িত একটি সোলার হোম সিস্টেম

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্দীপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নতুন ১০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম ও ২০ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

বৈশিষ্ট্য:

সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি বাস্তবায়নে 'ইডকল মডেল' প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে । এ মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলোঃ (১) কিস্তি পরিশোধ শেষে সোলার হোম সিস্টেমের মালিকানা স্বত্ব প্রাপ্তি, (২) সিস্টেম ক্রয়ে সকল পক্ষ যথা: ক্রেতা, সহযোগী সংস্থা ও ইডকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, (৩) সহযোগী সংস্থা ও যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী নির্বাচনের জন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিটি গঠন, এবং (৪) বাজার কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেমের মূল্য নির্ধারণ।

ভোক্তাদের মাঝে বিনামূল্যে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ না করে নগদে বা কিস্তিতে সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয় করার মাধ্যমে গ্রাহকদের মালিকানা স্বত্ব তৈরী হয়। সর্ম্পূন কিস্তি পরিশোধের শেষে মালিকানা লাভ করার সুযোগ থাকায় গ্রাহক তার সোলার হোম সিস্টেমটির রক্ষণাবেক্ষণে শুরু থেকেই যথেষ্ট যত্নবান হন।

ইডকলের সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচির আওতায় যে কোন সহযোগী সংস্থা হতে একজন গ্রাহক নূন্যতম ১০% অগ্রীম প্রদানপূর্বক মাসিক কিস্তিতে একটি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করতে পারেন। অবশিষ্ট টাকা ১-৩ বছর মেয়াদে বার্ষিক ১২%-১৫% সুদে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। অন্যদিকে সহযোগী সংস্থাসমূহ গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ইডকল হতে ৬-৮ বছর মেয়াদে বার্ষিক ৬%-৯% সুদে ৮০% পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে, ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সকলের আর্থিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় যা এই কর্মসূচির সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও সোলার হোম সিস্টেমের মূল্য বাজার দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ায় সুষ্ঠু প্রতিযোগীতা নিশ্চিত হয়। মূল্য পরিবর্তনে সর্তক দৃষ্টি রাখলেও ইডকল কখনোই মূল্য নির্ধারণে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে না। সরবরাহকারী এবং বিক্রেতা পর্যায়ে সুষ্ঠু প্রতিযোগীতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইডকল অনেকগুলো সরবরাহকারী ও সহযোগী সংস্থা তালিকাভুক্ত করেছে। উপরন্ত, মানসম্মত সরবরাহকারী ও সহযোগী সংস্থা নির্বাচনে ইডকল সংশ্লিষ্ট খাতে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে স্বাধীন কমিটি গঠন করেছে।

ইডকল আয়োজিত প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) কোর্স

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

বর্তমানে ৪৭টি সহযোগী সংস্থার (এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমে ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রকল্প এলাকা ও গ্রাহক নির্বাচন করে, সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করে, গ্রাহকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করে এবং স্থাপন পরবর্তী সেবাও নিশ্চিত করে। ইডকলের সোলার হোম সিস্টেমে কর্মসূচির আওতায় একজন গ্রাহক ১০ ওয়াট হতে ১৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়পূর্বক রাতের বেলায় ৪-৫ ঘন্টা বাতি জ্বালাতে পারেন। এছাড়াও সাদা-কালো টেলিভিশন ও মোবাইল চার্জার ব্যবহার করতে পারেন। ক্ষমতাভেদে একটি সোলার হোম সিস্টেমের মূল্য ৯ হাজার টাকা হতে ৬০ হাজার টাকা হয়ে থাকে। গ্রাহকরা নগদে বা কিস্তিতে সোলার হোম সিস্টেম কিনতে পারেন।

ইডকল তার সহযোগী সংস্থাসমূহকে সিস্টেম স্থাপনের জন্য অনুদান ও ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া, তাদেরকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ইডকল সর্বমোট ২,৪৮৬ কোটি টাকা ঋণ এবং ৪৩৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি শুরুর বেশ আগে থেকেই কিছু প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করে আসছিল। কিন্তু তার অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর এবং তা একটি সমন্বিত প্রয়াস ছিলনা। এক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার অভাব এবং মানসম্মত যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা। তাছাড়া, সোলার হোম সিস্টেমের কার্যকর ডিজাইন প্রণয়ন এবং এর যন্ত্রপাতির উপযুক্ত মান নির্ধারণেও যথেষ্ট সমস্যা ছিল। ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি এ সকল প্রতিকূলতা দূর করেছে। ফলে সিস্টেম স্থাপনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিচের ছক হতে সহজেই অনুমেয়।

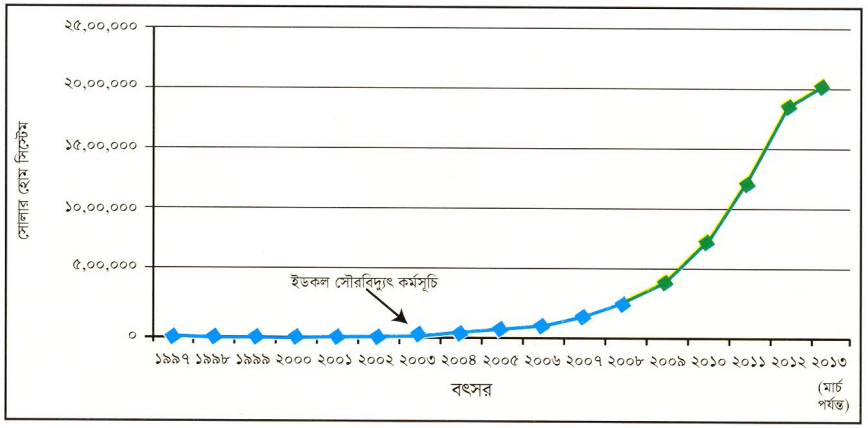

ইডকলের বর্তমান সহযোগী সংস্থাসমূহ

১.	গ্রামীন শক্তি	৮.	আইডিএফ	১৫.	সুবসতি	২২.	জিএইচইএল
২.	আরএসএফ	৯.	টিএমএসএস	১৬.	বিজিইএফ	২৩.	শক্তি ফাউণ্ডেশন
৩.	ব্রাক ফাউণ্ডেশন	১০.	কোস্ট ট্রাস্ট	১৭.	নুসরা	২৪.	আফাউস
৪.	সৃজনী বাংলাদেশ	১১.	আভা	১৮.	সোলারেন ফাউন্ডেশন	২৫.	এডাম্‌স
৫.	হিলফুল ফুজুল	১২.	সিএমইএস	১৯.	পদক্ষেপ	২৬.	পাতাকুড়ি
৬.	উবমাস	১৩.	দিশা	২০.	রেডি	২৭.	সিনারজিয়া
৭.	ব্রীজ	১৪.	ইনজেন	২১.	আরডিএফ	২৮.	পিডিবিএফ

২৯. রিমসো
৩০. এফ আই ভি ডি পি
৩১. আত্মবিশ্বাস
৩২. পল্লী বিকাশ কেন্দ্র
৩৩. সানক্রেড ওয়েলফেলার ফাউন্ডেশন
৩৪. রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা
৩৫. ক্লিন এনার্জি ফাউন্ডেশন
৩৬. পান্না রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
৩৭. জাগরনি চক্র ফাউন্ডেশন
৩৮. ম্যাকস
৩৯. সানরিম এনার্জি লিমিটেড
৪০. উদ্দীপন
৪১. সাইফ পাওয়ার টেক লিমিটেড
৪২. পল্লী শক্তি ফাউন্ডেশন লিমিটেড
৪৩. পেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৪৪. সান হোম এনার্জি লিমিটেড
৪৫. এস ডি আর এস
৪৬. সমাজ উন্নয়ন পল্লি সংস্থা
৪৭. হ্যামকো কর্পোরেশন লিমিটেড

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ

বিশ্বব্যাংক (IDA) ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF) এর আর্থিক সহায়তায় ইডকল এ কর্মসূচি শুরু করেছিল। পরবর্তীতে এ প্রোগ্রামের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এ প্রোগ্রামে আর্থিক সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসে। সংস্থা সমূহ হলঃ বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), জাপান আর্ন্তজাতিক সহযোগী সংস্থা (JICA), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB), জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (KfW), জার্মান কারিগরি উন্নয়ন সংস্থা (GIZ), SNV নেদারল্যাণ্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি, গ্লোবাল পার্টনারশীপ অন আউটপুট বেইজ্ড এইড (GPOBA) এবং জাপান সরকার। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহ হতে ইডকল সর্বমোট সর্বমোট ৫৮২ মিলিয়ন ডলার ঋণ এবং ১০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান পাচ্ছে। এ কর্মসূচি দেশীয় প্রযুক্তির প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সোলার হোম সিস্টেমের উপকরণসমূহের মধ্যে সোলার প্যানেল ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রাংশ দেশেই প্রস্তুত হয়। ইডকলের আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে দেশে বেশ কয়েকটি প্যানেল সংযোজনকরণ কারখানা স্থাপিত হয়েছে যা এ কর্মসূচিতে প্যানেল সরবরাহ করছে।

সোলার হোম সিস্টেম কেরোসিনের ব্যবহার হ্রাসকরণের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করছে। এ পর্যন্ত স্থাপিত সিস্টেমের কারণে বার্ষিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন কেরোসিন আমদানি কম হচ্ছে যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে আরও প্রায় ১ লক্ষ টন কেরোসিন আমদানি হ্রাস পাবে। এছাড়াও ইডকলের সোলার হোম সিস্টেম প্রকল্পটি জাতিসংঘের UNFCCC এর অন্তভূর্ক্ত একটি CDM (Clean Development Mechanism) প্রকল্প। সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহারের ফলে যে পরিমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস হচ্ছে, তার বিপরীতে ইডকল জাতিসংঘ থেকে CER (Certified Emission Reduction) অর্জন করবে। এই অর্জিত CER বিক্রি করে যে অর্থপ্রাপ্তি হবে, তা ইডকলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে।

সৌর বিদ্যুতের আলোয় গ্রামের মানুষ রাতে আয় নির্ভর কাজ করছে

ইডকলের বায়োগ্যাস কর্মসূচি

দেশের যেসকল এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নেই সেখানে রান্নার জন্য গ্যাস সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং চাষাবাদের জন্য জৈবসার সরবরাহের লক্ষ্যে ইডকল ২০০৬ সালে এ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ২৮,০০০ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে গত চার বছরে স্থাপিত হয়েছে প্রায় ২২ হাজার প্লান্ট। এর ফলে পল্লী অঞ্চলের প্রায় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার লোক শহরের গ্যাসের চুলার মতই বায়োগ্যাসের মাধ্যমে রান্নার সুবিধা পাচ্ছেন। গৃহীত কার্যক্রমের অধীনে ২০১৬ সালের মধ্যে আরও ৭২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হবে। ফলে আরও প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক এ সুবিধার আওতায় আসবে।

বায়োগ্যাস প্লান্টে গরুর গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা হতে জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয় যার মধ্যে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৬০%। উৎপন্ন গ্যাস গৃহস্থালীতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, উপজাত হিসেবে যে স্লারী অবশিষ্ট থাকে তা একটি উন্নতমানের জৈবসার যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

২০০৬ সালের SNV নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর সহায়তায় ইডকল বায়োগ্যাস কর্মসূচি শুরু করে। কর্মসূচির শুরুতে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং বায়োগ্যাস প্লান্টের মূল্য বিবেচনা করে প্রতি গ্রাহকের জন্য ৭,০০০ টাকা করে ভর্তুকি রাখা হয় যা সরাসরি গ্রাহককে প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে গ্রাহক এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে ২০০৭ সাল থেকে জার্মান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন KfW এর সহায়তায় গ্রাহকদের জন্য ঋণ সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়।

পরবর্তীতে মূল্যস্ফিতির দরুণ প্লান্টের দাম বেড়ে যাওয়ায় ২০০৯ সালে ভর্তুকি বাড়িয়ে ৯,০০০ টাকা করা হয়। তথাপি এ কর্মসূচিটি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এ ব্যর্থতার কারন অনুসন্ধানে দেখা যায় যে ভর্তুকি সরাসরি গ্রাহকের দোর গাড়ায় পৌছাতে সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সম্প্রতি ২০১৩ সালে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ১৩,৫০০ টাকা করা হয়েছে যা ইডকলের অন্যতম সফল সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচির আদলে সহযোগী সংস্থার সমূহের মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্লান্টের মূল্যের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রদান করা হবে। এর ফলে বায়োগ্যাস প্লান্টের প্রকৃত খরচ হ্রাস পাবে।

বর্তমানে ২২টি সহযোগী সংস্থার (এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইডকল এসব প্রতিষ্ঠানকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুদান ও ঋণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রকল্প এলাকা ও গ্রাহক নির্বাচনপূর্বক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে। গ্রাহকরা নগদে বা কিস্তিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করতে পারে।

ইডকল সহযোগী সংস্থাসমূহকে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৯ কোটি টাকা ঋণ এবং ২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। ইডকল প্রদত্ত ঋণের সুদের হার বার্ষিক ৬% এবং ঋণের মেয়াদ ৭ বছর। অন্যদিকে সহযোগী সংস্থাসমূহ ১-৫ বছর মেয়াদে বার্ষিক ১২%-১৫% সুদে মাসিক কিস্তিতে গ্রাহকের নিকট বায়োগ্যাস প্লান্ট বিক্রি করে।

বায়োগ্যাস কর্মসূচীতে ইডকলের বর্তমান সহযোগী সংস্থাসমূহ

১. গ্রামীন শক্তি
২. রহমান বায়োগ্যাস
৩. আরএসএফ
৪. হোসেন বায়োগ্যাস
৫. দিশা
৬. সৃজনী বাংলাদেশ
৭. সুবসতি
৮. নিরাপদ ইঞ্জিঃ
৯. সিসিডিআর
১০. সুক
১১. ডপ্স
১২. রিজডা বিডি
১৩. আরআরএফ
১৪. এডাম্স
১৫. ওয়েভ ফাউণ্ডেশন
১৬. নুসরা
১৭. ঘাসফুল
১৮. এলপিইপি
১৯. জিএমপিএফ
২০. বিজিএফ
২১. জিএইচইএল
২২. ম্যাক্স

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ

SNV নেদারল্যাণ্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, জার্মান আর্থিক সহযোগী সংস্থা KfW, বিশ্বব্যাংক এবং ইডকলের নিজস্ব অর্থায়নে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। SNV এ কর্মসূচিতে কারিগরি সহায়তাও প্রদান করছে। কর্মসূচিতে এ যাবত মোট আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২১ মিলিয়ন ডলার।

উন্নয়ন ভূমিকা

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে রান্নার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষতঃ কাঠের উপর নির্ভরশীলতা কমছে যা আমাদের ধ্বংসপ্রায় বনাঞ্চল সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে। আমাদের কৃষি জমির উর্বরা শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য জৈবসার ব্যবহারের কোন বিকল্প নাই। বায়োগ্যাস কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাছে যা রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস করছে।

বায়োগ্যাস ব্যবহার করে গ্রামের মা-বোনেরা শহরের মতই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রান্না-বান্না করতে পারছেন। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ হতে তারা রক্ষা পাচ্ছেন। এছাড়াও লাকড়ী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত সময় বেচেঁ যাওয়ায় তারা এ সময়টুকু অন্যান্য অর্থ উপার্জনকারী কাজ, বাচ্চার লেখাপড়া কিংবা বিনোদনের জন্য ব্যবহার করতে পারছেন।

বায়োগ্যাস চালিত চুলায় রান্না

ইডকলের উন্নত চুলা কর্মসূচি

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং বায়ুদূষণ রোধে ইডকল বিশ্ব ব্যংকের সহায়তায় উন্নত চুলা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনে ইডকল পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২০১৬ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ উন্নত চুলা অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে। উন্নত চুলা ব্যবহারে বায়ুদূষণ রোধ ছাড়াও জ্বালানি সাশ্রয়েও গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখবে যা দেশের বনায়ন রক্ষায় সাহায্য করবে ।

ইডকল এই কর্মসূচির অধীনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমুহকে উন্নত চুলা স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও অনুদান প্রদান করবে। ইডকল এই কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নত চুলার একটি বণিজ্যিক বাজার গড়ে তুলবে। যার ফলে এ কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পরেও সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ এ কর্মসূচিকে বাণিজ্যিক ভাবে চালিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

ইডকল এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিম্নোল্লেখিত পরিকল্পনাগুলো হাতে নিয়েছেঃ

- কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিযুক্ত করা;
- টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের মাধ্যমে উন্নত চুলার মান নির্ধারণ করা;
- সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণে অনুদান সহায়তা দেয়া;
- নতুন চুলা স্থাপনের পাশাপাশি পুরাতন চুলার মেরামত নিশ্চিত করা;
- উন্নত চুলা ব্যবহার কারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে চুলার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা; এবং
- সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত চুলার বাজার উন্নয়নে সহায়তা করা।

উন্নত চুলায় রান্না

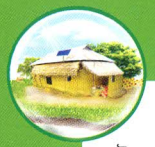

ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সেচ পাম্পকর্মসূচি

ইডকলের সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচির ব্যাপক সাফল্যের পর বর্তমানে ইডকল সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। কিন্তু বিদ্যুৎ সংকট ও ব্যয়বহুল জ্বালানির উপর কৃষিকাজের নির্ভরতা এই খাতের উৎপাদনশীলতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। এই সংকট হতে উত্তরনের জন্য বিকল্প শক্তির অনুসন্ধান আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই পরিপেক্ষিতে সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প একটি অভিনব ও পরিবেশবান্ধব সমাধান হিসেবে সকলের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ইডকল সর্বপ্রথম ২০০৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে নওগাঁর সাপাহারে একটি সৌর সেচ পাম্প অর্থায়ন করে। পরবর্তিতে আরো ৫০ টি সৌর সেচ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৭টি পাম্প স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ৩৪টি পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এই সকল পাম্পের সুবিধাভোগী কৃষক বছরে ৩/৪ টি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। ইডকল ২০১৬ সালের মধ্যে সর্বমোট ১৫৫০ টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

সৌর সেচ পাম্পের কার্যপদ্ধতি:

সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প মূলত সোলার প্যানেল ও পাম্প ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত। সোলার প্যানেল সূর্যালোকের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যা দিয়ে সৌর পাম্প চালিয়ে পানি উত্তোলন করা হয়। এই সিস্টেমে ব্যবহৃত সোলার প্যানেল দীর্ঘস্থায়ী এবং সোলার পাম্পের রক্ষণাবেক্ষণও সহজ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

ইডকল বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও এর মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানসমুহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইডকল থেকে ঋণ ও অনুদান সুবিধা পেয়ে থাকে। ইডকল বর্তমানে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪০ শতাংশ অনুদান এবং ৩০ শতাংশ সহজ শর্তে ৬% হারে ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। প্রকল্প ব্যয়ের বাকি ৩০ শতাংশ প্রকল্পের উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করে থাকেন।

ইডকলের অর্থায়িত একটি সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প

এই কর্মসূচির আওতায় ইডকল হতে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রথম প্রকল্প স্থান এবং প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী কৃষকগোষ্ঠিকে সনাক্ত করতে হয়। বিদ্যুৎ বিহীন, লবনাক্ত পানি ও আর্সেনিক মুক্ত এলাকা যা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং যেখানে বছরে কমপক্ষে ৩ টি ফসল উৎপাদিত হয়, সেসব এলাকা প্রকল্পের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রকল্পের স্থান এবং সুবিধাভোগী কৃষকগোষ্ঠী সনাক্তকরণের পর প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষককে সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে দরপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি প্রকল্পের আর্থিক যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মনোনিত করা হয়। এসকল প্রতিষ্ঠান সেচ পাম্প স্থাপন ও সকল প্রকার নির্মান কাজ সম্পাদন করে। পাম্প স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পর পাম্পের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা সাপেক্ষে ইডকল প্রকল্প উদ্যোক্তাকে অনুদান ও ঋণ প্রদান করে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী কৃষকদের নিকট পানি সরবরাহ করে বিল সংগ্রহ করে থাকে।

প্রকল্পের উপকারীতা:

জ্বালানী তেল আমদানী হ্রাস করবে এবং বিদ্যুতের উপর নির্ভরতা কমাবে। নূন্যতম রক্ষনাবেক্ষন খরচ এবং নিয়মিত পানি সরবরাহের সক্ষমতা এই প্রযুক্তিকে কৃষকদের মাঝে এই প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তুলছে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ:

ইডকলের সৌর সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থাসমূহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বব্যংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জার্মান আর্থিক সহয়তা সংস্থা (KfW), USAID, BCCRF, JICA ইত্যাদি।

অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প

সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক ক্ষুদ্র গ্রীড

ইডকল চট্টগ্রাম জেলাধীন সন্দ্বীপ উপজেলায় ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক ক্ষুদ্রগ্রীড প্রকল্প অর্থায়ন করেছে। এর ফলে প্রায় ২৫০টি দোকান ও বাড়ীতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ইডকল ২০১৬ সালের মধ্যে এ ধরণের আরো ৫০ টি প্রকল্প অর্থায়ন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

বায়োমাস (ধানের তুষ) ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

ইডকল গাজীপুর জেলায় ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বায়োমাস প্রকল্প অর্থায়ন করেছে। এ প্রকল্পে প্রথমে ধানের তুষ পুড়িয়ে গ্যাস উৎপন্ন করা হয় যা হতে পরবর্তীতে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এ ধরণের আরেকটি ৪০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্প ঠাকুরগাঁওয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যদিও ইডকলের প্রথম প্রকল্পটি আশানুরূপ ফল বয়ে আনেনি, তথাপি ইডকল বিশ্বাস করে বাংলাদেশে বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। ইডকল এ সেক্টরে আরো প্রকল্প অর্থায়ন করতে বদ্ধ পরিকর। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে ইডকল মোট ৩০ টি প্রকল্প অর্থায়ন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

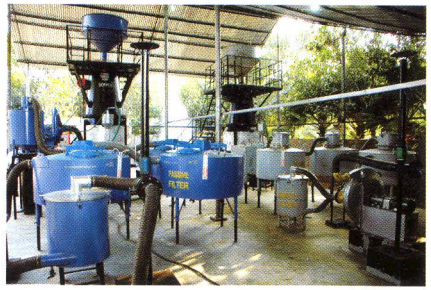

SEAL এর ৪০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষম বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

বাংলাদেশে লক্ষাধিক মুরগীর খামার রয়েছে। এসমস্ত খামারের বিষ্ঠা বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহারের মাধ্যমে যে গ্যাস উৎপাদিত হবে তা হতে সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ইডকল সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ও গাজীপুরে ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩ টি বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অর্থায়ন করেছে। এ ধরনের আরো ১০টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। আগামীতে এ ধরণের আরো ৪০০ টি প্রকল্প অর্থায়ন করা হবে। এ ক্ষেত্রে ইডকল IFC ও GIZ এর সাথে একযোগে কাজ করার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

RKKL এর বায়োগ্যাস ভিত্তিক ৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষম বিদ্যুৎ প্রকল্প

সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক টেলিকম টাওয়ার

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন টেলিকম সুবিধা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ইডকল সম্প্রতি গ্রামীনফোন ও বাংলালিংকের ৯৮ টি সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক টেলিকম টাওয়ারে অর্থায়ন করেছে। বাংলাদেশে টেলিকম সুবিধা নিশ্চিতকরনে সারা দেশে প্রায় ৩০,০০০ টেলিকম টাওয়ার স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৩,০০০ টাওয়ার এখনও জাতীয় গ্রীড সংযোগের বাইরে অবস্থিত। সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক টেলিকম টাওয়ার নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করবে।

গ্রামীণ ফোন এর সৌর বিদ্যুৎ চালিত টেলিকম টাওয়ার